International Journal of Applied Research 2019; 5(7): 219-223

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2019; 5(7): 219-223
www.allresearchjournal.com
Received: 05-05-2019
Accepted: 10-06-2019

জয়ন্ত নন্দী
424/A Rashmani Bagan, Santoshpur, Kolkata, India

Correspondence
জয়ন্ত নন্দী
424/A Rashmani Bagan, Santoshpur, Kolkata, India

কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যের ঘন্টাপথ টীকা অবলম্বনে মল্লিনাথের ব্যাকরণ প্রতিভা - এক সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন

জয়ন্ত নন্দী

মহাভারতের বনপর্বের কাহিনী অবলম্বনে মহাকবি ভারবি বিরচিত অষ্টাদশসর্গবিশিষ্ট কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যের উপর কালে কালে কুড়িটিরও বেশি টীকা রচিত হলেও দক্ষিণভারতের কোলাচলপুর নিবাসী মল্লিনাথ সূরীর ঘন্টাপথ টীকা সর্বজন সমাদৃত। কাব্যের বিবিধ শ্লোকের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অধিকাংশ পদের অর্থবিধানের পাশাপাশি কাব্যশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র আলোচিত হলেও ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রতি তাঁর ছিল সমধিক আগ্রহ। তার্কিকরক্ষার মতো দর্শনশাস্ত্রের 'নিষ্কন্টিকা' নামক টীকাতেও সুযোগ মতো তিনি ব্যাকরণের আলোচনা করেছেন। তাই ব্যাকরণ শাস্ত্রের উপর মল্লিনাথের কোন মৌলিক গ্রন্থ না থাকলেও তাকে ব্যাকরণাচার্য বলতেই পারি। বৈয়াকরণ ছিলেন বলেই সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে বিভিন্ন কবির যেসব প্রয়োগ, অপপ্রয়োগ বলে চিহ্নিত করা হয়, সেগুলিকে তিনি স্বকীয় বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা সাধুত্ব প্রতিপাদন করেছেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রতি তাঁর এই আগ্রহ দেখে ঘন্টাপথ টীকা অবলম্বনে তাঁর ব্যাকরণ প্রতিভার সমীক্ষাত্মক অধ্যয়নে ব্রতী হয়েছি। পাণিনি পরবর্তী পাণিনি প্রস্থানের বৈয়াকরণদের প্রভাব তাঁর টীকাতে কিভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে তা এই গবেষণা পত্রের মূল আলোচ্য বিষয়।

পাণিনি ও মল্লিনাথ

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী আর্ষব্যাকরণরূপে সমস্ত জগৎ প্রসিদ্ধ। তার শ্রেষ্ঠত্ব কেবল প্রাচ্যপণ্ডিত নয় প্রাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে। খ্রী. পূ. চতুর্থশতকে তাঁর আবির্ভাব। শালাতুর তাঁর নিবাসভূমি, মায়ের নাম দাক্ষী। অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থ রচনা করে তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যাখ্যাকার মল্লিনাথ এই গ্রন্থটি সম্যকরূপে অধ্যয়ন করেছিলেন, একথা তাঁর টীকাসমূহ পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। যদিও তিনি সর্বত্র পাণিনির মতানুসারে পদসমূহের ব্যাখ্যা করেছেন। তথাপি তিনি প্রত্যক্ষভাবে পাণিনি বা অষ্টাধ্যায়ীর নাম উল্লেখ করেননি। কেবলমাত্র 'আরাধ্য বিশ্বেশ্বরমীশ্বরেণ……'*(*রঘু. ১৮.২৪*)* ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় 'বিজজ্ঞে' এই ধাতুটির অর্থবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মল্লিনাথ পাণিনির নাম উল্লেখ করেছেন। যথা- "বিজজ্ঞে সুষুবে। বিপূর্বো জনিগর্ভবিমোচেন বর্ততে। যথাহ ভগবান্ পাণিনিঃ - " সমাং সমা বিজায়তে *(*পা. ৫.২.১২*)* ইতি।" অষ্টাধ্যায়ী অতিরিক্ত পাণিনিকৃত ধাতুপাঠ প্রচলিত আছে। ব্যাখ্যাকার মল্লিনাথ দ্বারা উদ্ধৃত ধাতুসমূহ প্রধানতঃ পাণিনীয় ধাতুপাঠ থেকে গৃহীত। কিছু অনুবন্ধরহিত ধাতুর ও ব্যবহার মল্লিনাথ করেছেন।

এগুলি অন্যান্য ধাতুপাঠ থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন। এটা অসম্ভব নয়। কিছু ব্যবস্থিত শব্দকে একত্রিত করে সেই শব্দ সমূহকে সর্বাদিগণ, ময়ূরব্যংসকাদিগণ এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহার করা হয়। এই গণেরও সংকলন করেন পাণিনি। ব্যাখ্যাকার মল্লিনাথ পাণিনি প্রস্থানের অনুসরণকারী তাই পাণিনীয় গণপাঠ, গণব্যাখ্যান, গণসূত্রের বহুস্থানে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

বার্তিককার ও মল্লিনাথ

খ্রী. পূ. তৃতীয় শতকে বার্তিককার কাত্যায়নের আবির্ভাব। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর উপর তিনি উক্তানুক্তদুরুক্তচিন্তনপূর্বক বার্তিক লেখেন। কারণ কালভেদের কারণে লোকব্যবহৃত বহু শব্দের নিষ্পাদন তাঁর সময়ে পাণিনিসূত্র দ্বারা হচ্ছিল না। কাত্যায়ন বিরচিত বার্তিকসংখ্যা প্রায় ৫০০০ এর বেশী। কাত্যায়নের বার্তিকের ব্যবহার মল্লিনাথ তাঁর 'ঘন্টাপথ' টীকার বহুস্থানে করেছেন। কিছু বার্তিকের প্রয়োগ তুলে ধরা হল-

বার্তিক	বার্তিক নং	শ্লোক নং
১. 'ভাষায়াং শাসিযুধিদৃশিধৃষি ভৃষিভ্যো যুস্বাচ্যঃ'	২২৪৩	১.৭, ১.২২, ২.৮
২. 'অভিতঃপরিতঃসময়ানিকষাহাপ্রতিযোগেঽপি'	১৪৪২	৪.৮
৩. 'স্বতলোর্গণবচনস্য পুংবদ্ভাবে বক্তব্যঃ'	৩৯২৮	৪.৯
৪. 'প্রহরণার্থেভ্যঃ পরে নিষ্ঠাসপ্তম্যৌ স্তঃ'	১৪২৫	৪.৩৮
৫. 'তনিপতিদরিদ্রাতিভ্যঃ সন ইষ্বা বক্তব্যঃ'	৫০৫৯	৬.১৫
৭. 'রঞ্জের্নৌ মৃগরমণে নলোপো বক্তব্যঃ'	৪০৬৭	৬.২৪
৮. 'পিশঙ্গাদুপসংখ্যানম্'	২৪৫৫	৯.২২
৯. 'কামশ্চলেশ্চঙ্ বক্তব্যঃ'	১৮৩৯	১০.৪৯

মহাভাষ্যকার ও মল্লিনাথ

শুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক পতঞ্জলির পাণিনীয়সূত্রের উপর মহাভাষ্য রচনা করেন। অতএব খ্রী. পূ. দ্বিতীয় শতক তাঁর আবির্ভাবকাল। কাশ্মীরপ্রদেশের গোণর্দ নামক স্থান তার নিবাসভূমি। মহাভাষ্যে ৮৫টি আহ্নিক আছে। গ্রন্থটি যে সম্যকরূপে মল্লিনাথের দ্বারা পাঠ্য হয়েছিল তার প্রমাণ টীকা পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। বিবিধপদের ব্যাকরণসম্মত ব্যাখ্যা প্রদানকালে যেখানে মহাভাষ্যের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হল।

"**সখীনিব প্রীতিযুজোঽনুজীবিনঃ**" - **(কিরাত. ১.১০)**

এই শ্লোকের 'দর্শয়তে গতস্ময়' এই শ্লোকাংশে দর্শয়তে পদটিতে আত্মনেপদ হল কিভাবে তা আলোচনাবসের ভাষ্যকারের মত উল্লেখ পূর্বক মল্লিনাথ বললেন - "ভাষ্যে তু ণেরণাদি সূত্রবিষয়ত্বমপ্যস্যোক্তম্। যথাথ 'পশ্যন্তি ভৃত্যা রাজানম্' 'দর্শয়তে ভৃত্যান্ রাজা' 'দর্শয়তে ভৃত্যৈঃ রাজা' অত্রাত্মপেদং সিদ্ধং ভবতি।"[১]

"**বিধিসময়নিয়োগাদ্ দীপ্তিসংহারজিহ্মম্**" - **(কিরাত. ১.৪৬)**

এই শ্লোকের টীকায় সর্গান্তে লক্ষ্মী শব্দের প্রয়োগগত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষ্যকারের মত টীকাকার উদ্ধৃত করে বলেছেন- "চমৎকারকারিতয়া মঙ্গলাচরণরুপতয়া চ স্বর্গান্তশ্লোকেষু লক্ষ্মীশব্দপ্রয়োগঃ। যথাহ ভগবান্ ভাষ্যকার - "মঙ্গলাদিনী মঙ্গলমধ্যানি মঙ্গলান্তানি চ শাস্ত্রাণি প্রথন্তে বীরপুরুষকাণি আয়ুষ্মৎপুরুষকাণি চ ভবন্তি, অধ্যেতারশ্চ প্রবক্তারো ভবন্তি।"[২]

"**বিধুরং কিমতঃ পরং পরৈঃ**" - **(কিরাত. ২.৭)**

এই শ্লোকের টীকাতে 'বিধূরং কিমতঃ পরম্' অংশে 'অস্তি' ক্রিয়াপদের প্রয়োগে যে দোষহীন তা সমর্থন করতে গিয়ে ভাষ্যকারের মত উল্লেখ করে বললেন - "অস্তীতি শেষঃ। 'অস্তির্ভবন্তীপরঃ প্রথমপুরুষোঽপ্রযুজ্যমানোঽপ্যস্তি' ইতি ভাষ্যকারঃ।"[৩]

"**সখীজনং প্রেমগুরুকৃতাদর**" - **(কিরাত. ৮.১১)**

এই শ্লোকের টীকাতে 'দ্বিরেফ' শব্দের অর্থ বিবেচনাবসরে মহাভাষ্যকারের অভিমত উল্লেখ করে মল্লিনাথ বললেন - "দ্বৌ রেফৌ বর্ণবিশেষৌ যেষাং তে দ্বিরেফাঃ, ভ্রমরশব্দেন তদর্থঃ লক্ষ্যতে। 'দ্বয়ক্ষরং মাসমিতি বিদধাতি' ইতি ভাষ্যকারঃ।"

কাশিকাকার ও মল্লিনাথ

পাণিনিসূত্রের উপর বিরচিত টীকাসমূহের মধ্যে 'কাশিকাবৃত্তি' অধিক সমাদৃত। আটটি অধ্যায় বিশিষ্ট এই গ্রন্থের প্রথম পাঁচটি অধ্যায় খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত বৌদ্ধবৈয়াকরণাচার্যদের মধ্যে অন্যতম কাশ্মীরি পণ্ডিত জয়াদিত্য কর্তৃক বিরচিত

এবং অন্তিম তিনটি অধ্যায়ের রচয়িতা বামনাচার্য বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। মল্লিনাথ এই গ্রন্থটি সম্যকরূপে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর টীকাতে বিভিন্ন পদের ব্যাখ্যানকালে তিনি কোথাও 'ইতি কাশিকা' কোথাও 'বৃত্তিকার ইতি' কোথাও আবার 'জয়াদিত্য ইতি' বলে উল্লেখ করেছেন ।

"**দ্বিষাং বিঘাতায়বিধাতুমিচ্ছতঃ**" - (**কিরাত. ১.৩**)
এই শ্লোকের টীকাতে 'সৌষ্ঠবৌদার্যবিশেষশালিনীম্' পদটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মল্লিনাথ বললেন - "অত ঔদার্যশব্দস্যাজাদ্যদন্তত্বেঽপি 'লক্ষণহেত্বো ক্রিয়ায়াঃ' ইত্যত্রাল্পস্বরস্যাপি হেতুশব্দস্য। পূর্বনিপাতমকুর্বতা সূত্রকৃতৈব পূর্বনিপাতশাস্ত্রস্য অনিত্যত্বজ্ঞাপনাত্র পূর্বনিপাতঃ । উক্তঞ্চ কাশিকায়াম্- 'অয়মেব লক্ষণহেত্বোরিতি নির্দেশঃ পূর্বনিপাতব্যভিচারচিহ্নম্।"[৪]

"**পুরসরাঃ ধামবতাং যশোধনাঃ**" - (**কিরাত. ১.৪৬**)
এই শ্লোকের টীকাতে 'অধিকুর্বতে' পদটির আত্মনেপদী হওয়ার যথার্থ্যতা নিরূপণ করতে গিয়ে মল্লিনাথ কাশিকাবাক্য উল্লেখপূর্বক বললেন - "যদ্যপত্র প্রসহনস্যাসঙ্গতেরবিধপূর্বাৎ করোতেঃ অধেঃ প্রসহনে' ইত্যাত্মপেদং ন ভবতি, 'প্রসহনং পরিভবঃ'[৫] ইতি কাশিকা, তথাপি তস্যাঃ কর্ত্রভিপ্রায়বিবক্ষায়ামে প্রযোজকত্বাৎ কর্তভিপ্রায়ে 'স্বরিঞ্চিতঃ...' - ইত্যাত্মনেপদং প্রসিদ্ধম্।"

"**নানারত্নজ্যোতিষাং সন্নিপাতৈঃ**" - (**কিরাত. ৫.৩৬**)
এই শ্লোকের টীকাতে 'বদ্ধাং বদ্ধাম্' পদটিতে 'বদ্ধাম্' পদটির দ্বিরুক্তির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে মল্লিনাথ কাশিকার উদ্ধৃতি উল্লেখপূর্বক বললেন - "বাদন্তাশান্ত...(পা. সূ. ৭.২.২৭) ইত্যদিনা নিপাতঃ, বপ্রান্তরেষু কটকান্তরেষু বদ্ধাংবদ্ধামভীক্ষ্ণবদ্ধাম্, দৃঢ়োপাদিতামিত্যর্থঃ। 'নিত্যবীপ্সয়োঃ' (পা. সূ. ৮.১.৪) ইতি নিত্যার্থে দ্বির্ভাবঃ। 'নিত্যমভীক্ষ্ণম্' ইতি কাশিকা। "

বামন ও মল্লিনাথ

কাশিকাকার বামনাচার্যের মতো 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি' গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে আমরা অন্য এক বামনের নাম পায়। কাশিকাকার বামন ও কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তির বামন এক নন। কারণ কাব্যলঙ্কারসূত্রবৃত্তিতে ভবভূতিরচিত নাটকের উদ্ধৃতি পরিলক্ষিত হয়। ভবভূতির আবির্ভাবকাল ৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ আর কাশিকা রচিত হয়েছিল ৬৬০ খ্রিস্টাব্দে। মল্লিনাথ তার টীকাতে বিভিন্ন পদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 'ইতি বামন' বলে যেসব প্রমাণ্যবাক্য নিবদ্ধ করেছেন তা কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি গ্রন্থের পঞ্চম অধিকরণে দৃষ্ট হয়।

"**বিপাণ্ডুভির্ম্লানতয়া পয়োধরৈঃ**" - (**কিরাত. ৪.২৪**)
এই শ্লোকের টীকাতে 'ন দিগ্বধূনাং কৃশতা ন রাজতে' এই অংশে দুবার 'ন' শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মল্লিনাথ বললেন - "সম্ভাব্যনিষেধনিবর্তনে দ্বৌ প্রতিষেধৌ"[৬] ইতি বামনঃ। "

"**স্ফূটতা ন পদৈরপাকৃতা**" - (**কিরাত. ২.২৭**)
এই শ্লোকের টীকাতে 'অর্থগৌরব' পদটিতে ষষ্ঠীসমাস হল কিভাবে সেই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মল্লিনাথ বললেন - "অত্র এবাহ বামনঃ - 'পত্রপীতিমাদিষু গুণবচন - সমাসোবালিশ্যাৎ'।"[৭]

"**বলবানপি কোপজন্মনঃ**" - (**কিরাত. ২.৩৭**)
এই শ্লোকের টীকাতে 'কোপজন্মনঃ পদটিতে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসের প্রামাণ্যতার কথা বলতে গিয়ে মল্লিনাথ বললেন - "অবর্জো বহুব্রীহির্ব্যধিকরণে জন্মাদ্যুত্তরপদঃ"[৮] ইতি বামনঃ।"

"**ঈশার্থম্ভসি চিরায় তপশ্চর্যাঃ**" - (**কিরাত. ৫.২৯**)
এই শ্লোকের টীকাতে 'অগ্রকরম্' পদটিতে একদেশী তৎপুরুষ সমাস না হয়ে সমানাধিকরণে কিভাবে কর্মধারয় সমাস হল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বামনের মত উল্লেখপূর্বক মল্লিনাথ বললেন - "করৈক দেশস্যাপি করত্বাদগ্রশ্চাসৌ করশ্চেতি সমানাধিকরণে সমাসঃ। অতএব বামনঃ - 'হস্তাগ্রাগ্রহস্তাদয়োঃ গুণগুণিনোর্ভেদাভেদাৎ'[৯] ইতি।"

"**ক্রামদ্ভির্ঘণপদবীমনেকসংখ্যৈঃ**" - (**কিরাত. ৫.৩৪**)
এই শ্লোকের টীকাতে 'শুচিমনিজন্মভিঃ' পদটিতে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হল কিভাবে তা বলতে গিয়ে বামনের মত উল্লেখপূর্বক বললেন - "শুচিমণিভ্যঃ স্ফটিকেভ্যো জন্ম যেষাং তেঃ। জন্মাদ্যুওরপদো বহুব্রীহির্ব্যধিকরণোঽপীষ্যতে"[১০] ইতি বামনঃ।"

"**গতবতি নখলেখালক্ষ্যতামঙ্গারাগে**" - **(কিরাত. ৯.৩৮)**

এই শ্লোকের টীকাতে 'বিম্বাধরা' পদটিতে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের প্রমাণস্বরূপ বামনের মত তুলে ধরে বললেন - "শাকপার্থিবাদিত্বান্ মধ্যপদলোপী সমানাধিকরণসমাসঃ"[১১] ইতি বামনঃ।"

কৈয়ট ও মল্লিনাথ

পাণিনি সম্প্রদায়ভুক্ত বৈয়াকরণাচার্য কৈয়টের আর্বিভাবকাল একাদশ শতাব্দী বলেই পণ্ডিতরা মনে করেন। পত ঞ্জলির মহাভাষ্যের উপর তিনি 'প্রদীপ' নামক টীকা রচনা করেন। মল্লিনাথ তাঁর টীকাতে ব্যাকরণের আলোচনা প্রসঙ্গে কোথাও কোথাও কৈয়টের মত তুলে ধরেছেন, তা নিম্নে আলোচিত হল-

"**শ্রিয়ঃ কুরুণামধিপস্য পালনীম্**" - **(কিরাত. ১.১)**

এই শ্লোকের টীকাতে 'বিদিতঃ' পদটির ব্যাকরণ নির্দেশ প্রসঙ্গে 'অথবোত্তরপদলোপোঽত্র দ্রষ্টব্য' এই মহাভাষ্য বচনের লোপ শব্দের অর্থ নিরুপণ প্রসঙ্গে মল্লিনাথ কৈয়টের মত উল্লেখপূর্বক বললেন - "অত্র লোপশব্দার্থমাহ কৈয়টঃ - 'গম্যার্থস্যাপ্রয়োগ এব লোপোঽভিমতঃ'[১২]। 'বিভক্তা ভ্রাতরঃ' ইত্যত্র চ ধনস্য যদ্বিভক্তত্বং তদ্ ভ্রাতৃষূপচর্যতে। 'পীতা গাবঃ' ইত্যত্রাপ্যুদকস্য পীতত্বং গোষু আরোপ্যতে। 'ভুক্তা ব্রাহ্মণঃ' ইত্যত্রান্নস্য ভুক্তত্বং ব্রাহ্মণেষূপচর্যতে।"[১৩]

"**সখীনিব প্রীতিযুজোঽনুজীবিনঃ**" - **(কিরাত. ১.১০)**

এই শ্লোকের টীকাতে 'দর্শয়তে' পদটিতে আত্মনেপদ হল কিভাবে এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মল্লিনাথ সর্বত্র কৈয়টের মত তুলে ধরে বললেন - "অত্রাহ কৈয়টঃ' - 'ননু কর্মান্তরসদ্ভাবাদত্রাত্মনেপদেন শোম্ভাব্যম। উচ্যতে - অস্মাদেবোদাহরণাদ্ভাষ্যকারস্যায়মেবা --ভিপ্রায় উহ্যতে। অণ্যতাবস্থায়াং যে কর্তৃকর্মণী। তদ্ব্যতিরিক্তকর্মান্তরসদ্ভাবাদাত্মনেপদং ন ভবতি। যথা - 'স্থলমারোহয়তি মনুষ্যান্' ইতি, ইহতু ত্বণ্যন্তবস্থায়াং কর্তৃণাং ভৃত্যানাং নৌ কর্মত্বমিতি ভবত্যেবাত্মনেপদমিতি।"[১৪]

"**নিবদ্ধনিশ্বাসবিকম্পিতাধরাঃ - (কিরাত. ৪.১৫)**

এই শ্লোকের টীকাতে 'স্ফূরিতৈকপল্লবাঃ' পদটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মল্লিনাথ বললেন - "কচিৎ সংখ্যাশব্দস্য । বৃত্তিবিষয়ে বীপ্সার্থত্বং সপ্তপর্ণাদিবৎ" ইতি কৈয়টঃ।"

এছাড়াও মল্লিনাথের শাকটায়ণব্যাকরণের জ্ঞান ছিল । 'একৌঘভূতং তদশর্ম কৃষ্ণাম্ (কিরাত. ৩.৩৫) শ্লোকে 'একৌঘভূত' পদের ব্যাখ্যায় 'শ্রেণ্যাদয় কৃতাদিভিঃ' (পা. সূ. ২.১.৫৯) সূত্রদ্ধারা কর্মধারয় সমাসের প্রসঙ্গ উপস্থিত হলে সেখানে বলা হয় - "শ্রেণ্যাদিরাকৃতিগণঃ" ইতি শাকটায়ণঃ ।"

জিনেন্দ্রবুদ্ধি বিরচিত কাশিকা***কা***র 'ন্যাস' নামক টীকার উপর মল্লিনাথ 'ন্যাসোদ্যোত' নামক টীকা রচনা করেন বলে কেও কেও মনে করেন। তিনি ঘন্টাপথ টীকাতে ন্যাসোদ্যোত টীকার প্রয়োগ দেখিয়েছেন। 'দ্বিষতা বিহিতং ত্বয়াথবা' (কিরাত. ২.১৭) শ্লোকের টীকাতে 'ভূজৈঃ কৃতম্' এই অংশে ক্রিয়া গম্যমান হওয়ায় 'কৃতম্' যোগে তৃতীয়া না বলে করণে তৃতীয়া হল কিভাবে তা বলতে গিয়ে মল্লিনাথ বললেন - " 'কৃতমিতি নিবারণনিষেধয়োঃ' ইতি গণব্যাখ্যানে। ভূজৈরিতি গম্যমানসাধনক্রিয়াপেক্ষয়া করণত্বাত্তৃতীয়া। উক্তং চ ন্যাসোদ্যোতে 'ন কেবলং শ্রুয়মানৈব ক্রিয়া নিমিত্তং কারকভাবস্যাপি তু গম্যমানাপি'[১৫] ইতি।"

ভাব ও ভাষা পরস্পরের পরিপূরক। ভাষাকে আশ্রয় করে মহাকবিগণের ভাবের অভিব্যক্তি। আবার এই ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যাকরণ। ব্যাখ্যাকার হিসাবে মল্লিনাথ যখন কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যের 'ঘন্টাপথ' টীকা লেখেন তখন সেই কাব্যের ভাষাও ব্যাকরণানুগ কিনা তা তাঁর আলোচনাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঘন্টাপথ টীকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিবিধ শাস্ত্রে তার স্বচ্ছন্দে বিচরণ থাকলেও ব্যাকরণ শাস্ত্রে ছিল তাঁর সর্বাধিক আগ্রহ। তাই কাব্যের প্রায় সমস্ত শ্লোকেই ব্যাকরণের কোন না কোন নিদর্শন তিনি রেখেছেন। কিন্তু গবেষণাপত্রের কলেবর বৃদ্ধির কথা ভেবে সমস্ত ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রয়োগ দেখানো সম্ভব হল না। তবে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার নিরিখেও বিবিধ ব্যাকরণশাস্ত্রে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ দেখে আমরা তাকে ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিষ্ণাত পণ্ডিত বলতেই পারি।

সন্দর্ভটীকা

1. পাণিনি সূত্র - ১.৩.৬৭ - মহাভাষ্য।
2. পাণিনি সূত্র - ১.১.১ - মহাভাষ্য। শিশুপালবধ মহাকাব্যের ১.৭৫ নং শ্লোকের টীকাতেও ভাষ্যবচনটির উল্লেখ আছে।
3. শিশুপালবধ মহাকাব্যের ৮.৪ নং শ্লোকের টীকাতেও ভাষ্যবচনটির উল্লেখ আছে ।

4. পাণিনি সূত্র - ৩.২.১৬২ - কাশিকাবৃত্তি। রঘুবংশমহাকাব্যের ৮.৪ নং শ্লোকেও এই কাশিকাবৃত্তির উল্লেখ আছে।
5. পাণিনি সূত্র - ১.৩.৩৩ - কাশিকাবৃত্তি।
6. কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি - ৫.২.১৩।
7. কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি - ৫.২.১৮। কিরাতার্জুনীয় - ৫.৩৪, কুমারসম্ভব - ৩.৭২, মেঘদূত (পূর্বমেঘ) - ৪৮, নৈষধচরিত - ১১.৩, ১৩.৩৮, ১৫.৩৩, ১৯.৪৫ নং শ্লোকের টীকাতেও এই বামনবচনটি উদ্ধৃত হয়েছে।
8. কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি - ৫.১.৯। কিরাতার্জুনীয় - ১২.২৭, শিশুপালবধ - ৪.৫১, ৭.১২, ১৪.৪৯, ভট্টিকাব্য - ৮.১১ শ্লোকের টীকাতেও এই বামনবচনটি উদ্ধৃত হয়েছে ।
9. কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি - ৫.২.২০
10. কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি - ৫.২.১৯
11. কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি - ৫.২.১২
12. শিশুপালবধ মহাকাব্যের ১.৩৭ নং শ্লোকের টীকাতে কৈয়টের এই অভিমত উদ্ধৃত হয়েছে।
13. 'কর্তরি কৃৎ' (পাণিনি সূত্র - ৩.৪.৬৭) সূত্রের মহাভাষ্যের উপর কৈয়ট টীকা।
14. 'ণেরণৌ যৎ কর্ম ণৌ চেৎ স কর্তানাধ্যানে' (পাণিনি সূত্র ১.৩.৬৭) সূত্রের মহাভাষ্যের উপর কৈয়ট টীকা।
15. ন্যাসোদ্যোতের এই উদ্ধৃতি রঘুবংশ - ২.৩৪, ভট্টিকাব্য - ১১.৪৩, শিশুপালবধ - ৭.৫৪ নং শ্লোকেও উদ্ধৃত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

1. ভারবি, কিরাতার্জুনীয়ম্, সম্পা- নারায়ণ রাম আচার্য, নির্ণয় সাগর প্রেস, মুম্বাই, ১৯৫৪(চতুর্দশ সংস্করণ), পুনর্মুদ্রিত।
2. ভারবি, কিরাতার্জুনীয়ম্, সম্পা- শুবোধ বিদ্যাভূষণ ও নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন, সুধী প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯১৩(সপ্তম সংস্করণ), পুনর্মুদ্রিত।
3. খাটুয়া, কার্তিকচন্দ্র, মল্লিনাথ সমীক্ষা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০০৩, মুদ্রিত।
4. জয়াদিত্যবামন, কাশিকা, সম্পা- নারায়ণ মিশ্র, চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৬৯, মুদ্রিত।
5. দীক্ষিত, ভট্টোজি, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, সম্পা- গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, মোতীলাল বনারসী দাস, দিল্লী, প্রথমভাগ- ১৯৭৭, দ্বিতীয় ভাগ- ১৯৮২, তৃতীয় ভাগ- ১৯৭৭, চতুর্থ ভাগ- ১৯৭৯, পুনর্মুদ্রিত।
6. পতঞ্জলি, ব্যাকরণ মহাভাষ্য(প্রথম-নবম আহ্নিক), সম্পা - চারুদেব শাস্ত্রী, মোতীলাল বনারসী দাস, দিল্লী, ২০০২, পুনর্মুদ্রিত।
7. পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী, সম্পা- তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বুকডিপো, কলিকাতা, ২০০৪ (প্রথম সংস্করণ), ২০১২, পুনর্মুদ্রিত।
8. বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যবতী, মল্লিনাথের ব্যাকারণ প্রতিভা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০০৮, মুদ্রিত।
9. বামন, কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি, সম্পা- নারায়ণরাম আচার্য, মোতীলাল বনারসী দাস, দিল্লী, ১৯৮৩, মুদ্রিত।